

লক্ষ্য নির্ধারণ

ভূমিকা: আমরা ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ ও জটিলতায় ভরা এক বিশ্বে বাস করি, আর এক্ষেত্রে কী করতে হবে বা কোথা থেকে শুরু করতে হবে তা বোঝা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়তে পারে। সামনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হলে নিজেকে ও নিজের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় নিতে হবে। ব্যক্তিগত বা দলগত যে ধরনেরই হোক—লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিলে আপনি তখন সেই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করতে পারবেন।

নেতৃত্ব এবং ভবিষ্যৎ গঠন বিষয়ক কার্যক্রম

সময়

নিজস্ব গতিতে করা যাবে

জটিলতা

মাঝারি

সরঞ্জাম

কলম, কাগজ

ধাপ ১

- সময় নিয়ে বসে আপনার জীবনের যেকোনো একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে চিন্তা করুন। কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে আপনাকে অনুপ্রেরণা দেয় এমন কী আছে?

ধাপ ২

- নিজের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিজেকে দায়বদ্ধ করে ফেলুন। কাউকে বলুন বা লিখে রাখুন যে আপনি ক তারিখের মধ্যে খ লক্ষ্য অর্জন করবেন।

ধাপ ৩

- লক্ষ্য যেহেতু স্থির করা হয়ে গেছে সেহেতু এবার ভাবুন একে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে তারপর কোথা থেকে শুরু করবেন তার একটি পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, স্কুলে যদি বছর শেষ হওয়ার আগেই ক্লাসের সবার সাথে মিলে একটি গণবাগান বা কমিউনিটি গার্ডেন তৈরি করতে চান, তাহলে আগে কীভাবে বাগান করতে হয় তা নিয়ে পড়াশোনা করা শুরু করতে পারেন। তারপর কোন কাজের পর কোন কাজ হবে তা এভাবে ভাবতে থাকুন।

ধাপ ৪

- কাজ করতে থাকুন। প্রতিটি মাইলফলক অর্জন করার পর লক্ষ্যের কতটা কাছাকাছি পৌঁছালেন তা খেয়াল করুন। যদি সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী নাও হয়, তবুও মনে রাখবেন কালকের চেয়ে আজ আপনি লক্ষ্যের আরেকটু কাছে পৌঁছে গেছেন। আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টাই অনেক মূল্যবান!

ধাপ ৫

- লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর আপনার দুর্দান্ত কাজের কথা অন্যদেরকে জানান এবং আপনার কৃতিত্ব উদযাপন করুন! আপনার গতি বজায় রাখুন এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে থাকুন। আপনার জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে সাহায্য করার মতো দক্ষতা আপনার আছে।

